ভারতের সর্বাধিক প্রচারিত বাংলা দৈনিক সংবাদপত্র

রোজদিন

বাংলার মানুষের সাথে, মানুষের পাশে

ROSEDIN ● Vol. - 2 ● Issue - 121 ● Prgi No. : WBBEN/25/A1189 ● Govt. of India Reg No. : WB18D0018520 (UAN) ● ISBN No. : 978-93-5918-830-0 ● Website : www.rosedin.in

ই-পেপার ● বর্ষ ঃ ৬ ● সংখ্যা ঃ ১২১ ● কলকাতা ● ২২ বৈশাখ, ১৪৩৩ ● বুধবার ● ০৬ মে ২০২৬ ● পৃষ্ঠা - ৮ ● মূল্য - ৫ টাকা

কে হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

একুশের পর ছাব্বিশ। 'জায়ান্ট কিলার' শুভেন্দু। নন্দীগ্রাম, ভবানীপুর- ২ আসনেই জয় পেয়েছেন শুভেন্দু অধিকারী। তার তারপরই সর্বত্র প্রশ্ন, জল্পনা- তবে কি শুভেন্দুই বাংলার ভাবী মুখ্যমন্ত্রী? মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে পর্যুদস্ত করে বাংলার পরবর্তী মুখ্যমন্ত্রী হতে চলেছেন শুভেন্দু অধিকারী-ই?তারপর বিধায়ক দলের সঙ্গে বৈঠক করে ঘোষণা করা হবে মুখ্যমন্ত্রীর নাম। সম্ভবত রাজনাথ সিংকেই বিধায়ক দলের নেতা বাছাইয়ের দায়িত্ব দেওয়া হবে। বিধায়কদের নিয়ে বৈঠকে বসে নেতা বাছাই করা হবে বলে সূত্রের খবর। চূড়ান্ত করা হবে ক্যাবিনেটও। সব প্রক্রিয়া শেষ হতে হতে ৭ তারিখ হবে বলে খবর। প্রথমে

এরপর ৩ পাতায়

পর্ব 280

হিমালয়ের সমর্পণ যোগ

আমি তাদের আভামণ্ডলের অধ্যয়ন করতাম। তাদের আভামণ্ডল সর্বদা স্বাভাবিকই থাকত। তারা বিচার করত না, কিন্তু এক নিশ্চিত সময়ে তারা নিশ্চিত ক্রিয়া করত, কিন্তু তাও নির্বিচার অবস্থায়। ওরা সবসময় নির্বিচার স্থিতিতেই থাকত। আমি ওখানে নিজের মন লাগিয়ে নিয়েছিলাম। এখন সেখানেই আমার ভাল লাগতে লাগল।

ক্রমশঃ

ভর্তি চলছে

ভবানী চাইল্ড ইন্‌স্টিটিউট্

BHABANI CHILD INSTITUTE
24 PARGANAS (SOUTH)

স্থাপিত ঃ ১৯৯৩

২০২৬ শিক্ষাবর্ষে নার্সারি শ্রেণির পঠন-পাঠন শুরু হবে ৪ঠা ডিসেম্বর, ২০২৫ বৃহস্পতিবার থেকে

আসন সংখ্যা সীমিত। অভিভাবকদের নীচের মোবাইল নম্বরে যোগাযোগ করার জন্য জানানো যাচ্ছে।

ভর্তির সময় ঃ সকাল ৯টা থেকে বেলা ১টা

যোগাযোগ ঃ 9083249944 / 9083249933 / 9083249922

পাঁচ বছরের জন্য বাংলায় বিশেষ দায়িত্বে 'সিংহম' অজয় পাল শর্মা!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বাংলায় দ্বিতীয় দফার ভোট চলছে, তখনই এক ব্যক্তিকে নিয়ে আচমকাই সোশ্যাল মিডিয়ায় আলোড়ন পড়ে গিয়েছিল। আইপিএস অজয় পাল শর্মা। যার পোশাকি নাম সিংহম। উত্তরপ্রদেশের এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট। তাঁকে এবার গুরুত্বপূর্ণ জেলা দক্ষিণ ২৪ পরগনায় পুলিশ অবজার্ভারের দায়িত্ব দিয়ে নিয়ে আসে নির্বাচন কমিশন। অপরদিকে পুলিশ সূত্রে খবর, ফলতার দাপুটে তৃণমূল নেতা জাহাঙ্গীর খানকে ক্যানিং থেকে গ্রেফতার করেছে পুলিশ। ফলতার তৃণমূল প্রার্থী জাহাঙ্গীরের ছক ছিল বাংলাদেশে চলে যাওয়ার।তাঁর কাঁধে দায়িত্ব ছিল গোটা দক্ষিণ ২৪ পরগনা জেলার ভোট সুষ্ঠুভাবে করানো। যদিও তাঁর পর্যবেক্ষণেই ফলতায় ইভিএমে টেপ ও আলকাতরা মাখানোর ঘটনা দেখা যায়। সেই কারণে ফলতার ভোট বাতিল করে নির্বাচন কমিশন। তারপরেই ৪ঠা মে সোমবার আসে বাংলার বিধান। যাতে দেখা যায় ২০০-এর গণ্ডি পার করে গিয়েছে বিজেপি। সেঞ্চুরিও করতে পারেনি তৃণমূল। এমনকী তৃণমূলের গড় বলে পরিচিত দক্ষিণ ২৪ পরগনাতেও ভালো ফল করেছে বিজেপি। আর সেই কারণে বিশেষ পুরস্কারও পাচ্ছেন আইপিএস অজয় পাল শর্মা। তিনিই ছিলেন দক্ষিণ ২৪ পরগনার পুলিশ পর্যবেক্ষকের পদে। এবার তাঁকে পশ্চিবঙ্গে পাঁচ বছরের জন্য ডেপুটেশনে নিয়ে আসা হচ্ছে বলে সূত্রের খবর। কেন্দ্রীয় স্বরাষ্ট্রমন্ত্রক এই বিষয়ে একটি নির্দেশিকা জারি করেছে, আগামী পাঁচ বছরের জন্য পশ্চিমবঙ্গে ডেপুটেশনে আসছেন আইপিএস অজয় পাল শর্মা। যোগী রাজ্যের এই দুঁদে পুলিশ অফিসার বাংলায় আসার কারণ জানা যায়নি। এমনকী কোনও বিশেষ পদে বাংলার দায়িত্ব তাঁকে দেওয়া হয়েছে কিনা তাও খোলসা করে বলা হয়নি স্বরাষ্ট্রমন্ত্রকের তরফে। উত্তরপ্রদেশ ক্যাডারের ২০১১ ব্যাচের আইপিএস অফিসার। মূলত লুধিয়ানার বাসিন্দা তিনি। মূলত এনকাউন্টার স্পেশালিস্ট হিসেবে নাম পরিচিতি রয়েছে তাঁর।

শুভেন্দু, ভবানীপুরে দাঁড়িয়ে বললেন, 'মুসলমানরা ভোট দেয়নি'

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

সিপিএমের কমপক্ষে ১০ হাজার ভোট বিজেপিতে এসেছে, জয়ের সার্টিফিকেট হাতে নিয়ে এর জন্য বাম শিবিরকে ধন্যবাদ জানালেন শুভেন্দু অধিকারী । তাঁর দাবি, ভবানীপুরে সিপিএমের প্রায় ১৪ হাজার ভোটের মধ্যে কমপক্ষে ১০ হাজার ভোট এসেছে বিজেপির ঘরে। এছাড়াও গুজরাটি, শিখ, জৈন-সহ অবাঙালি ভোটব্যাঙ্ককেও ধন্যবাদ জানান তিনি

।পাশাপাশি শুভেন্দু জানান, চেতলায় বাঙালি হিন্দুরা তাঁকে ঢেলে ভোট দিয়েছেন। এছাড়াও সিপিএমের হিন্দু ভোটাররাও বিজেপিকে ভোট দিয়েছে। ভবানীপুরে বামেদের ১৪ হাজার ভোটের মধ্যে কমপক্ষে ১০ হাজার ভোট তিনি পেয়েছেন। এরপরেই সিপিএমের ভোটারদের ধন্যবাদ জানান শুভেন্দু। শুভেন্দু জানান, নন্দীগ্রাম, ভবানীপুর কোনও আসনে মুসলিমরা তাঁকে ভোট দেয়নি।

ভবানীপুরে ২০ রাউন্ড গণনা শেষে ১৫ হাজার ১০৫ ভোটে মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারিয়েছেন শুভেন্দু। অন্যদিকে, নন্দীগ্রামে ৯ হাজার ৯৬৫টি ভোটে তৃণমূলের পবিত্র করকে হারান তিনি। শুভেন্দু জানান, নন্দীগ্রামে ৬৬ হাজার মুসলিম ভোট রয়েছে। আর ভবানীপুরে রয়েছে ৩৫ হাজার মুসলিম ভোট। সেই কারণেই নন্দীগ্রামের থেকে ভবানীপুরে বেশি ভোটের ব্যবধানে তিনি জয়ী হয়েছেন বলে জানান শুভেন্দু।

ভবানীপুর কেন্দ্রের জয়ের সার্টিফিকেট হাতে পেয়ে শুভেন্দু বলেন, "মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়কে হারানো খুব জরুরি ছিল। মমতার রাজনৈতিক সন্ন্যাসের সময় চলে এসেছে। একুশে নন্দীগ্রামের পর ছাব্বিশে ভবানীপুরে ১৫ হাজারের বেশি ভোটে হারলেন তিনি। ৭৭ নম্বর ওয়ার্ডে সব মুসলিম ভোট মমতা পেয়েছেন। আর হিন্দু, গুজরাটি, শিখ, জৈনরা আমাকে ভোট দিয়ে জিতিয়েছে। এই জয় হিন্দুত্বের। এই জয় বাংলা ও নরেন্দ্র মোদির জয়।"

আমি ভোটে হারিনি, পদত্যাগ কেন করব?' সাংবাদিক বৈঠকে বললেন মমতা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আমি ভোটে হারিনি। পদত্যাগ করব না।' কালীঘাটে সাংবাদিক বৈঠকে জোর গলায় একথা বললেন মমতা। মমতা ইঙ্গিতপূর্ণভাবে জানান, 'আমরা অ্যাকশন নেব, সেটা এখনই জানাচ্ছি না। ফ্যাক্ট ফাইন্ডিং কমিটি তৈরি হবে।, যে কমিটিতে পাঁচ জন সাংসদ ছাড়াও আরও পাঁচ জন থাকবেন।'

পাশাপাশি মা–মাটি মানুষকে ধন্যবাদ জানিয়েছেন মমতা। সঙ্গে জুড়েছেন, 'চেয়ারকে

কেয়ার করি না। চাই লেস ইম্পর্ট্যান্ট মানুষ হিসেবে থাকতে। আমাদের লড়াই বিজেপির সঙ্গে নয় ছিল নির্বাচন কমিশনের সঙ্গে। পরবর্তী সিদ্ধান্ত নেবে দল।'বিধানসভা ভোটে হারের পর মঙ্গলবার সাংবাদিক সম্মেলন করলেন তৃণমূল সুপ্রিমো মমতা ব্যানার্জি। কালীঘাটে।

এরপর ৩ পাতায়

(১ম পাতার পর)

কে হচ্ছেন মুখ্যমন্ত্রী

শোনা গিয়েছিল আজই কলকাতা আসতে পারেন রাজনাথ সিং ও অমিত শাহ। তবে পরে জানা যায় আজ আসছেন না রাজনাথ সিং।উল্লেখ্য, অমিত শাহ থেকে বিজেপি শীর্ষ নেতৃত্ব আগেই আভাস দিয়েছেন যে, বাঙালি মুখ্যমন্ত্রী-ই পাবে বাংলা! যদিও এত জল্পনা-কল্পনার মাঝে মুখে কুলুপ এঁটেছেন শুভেন্দু অধিকারী। কলকাতায় সল্টলেকে বিজেপি অফিসে আসার পথে তাঁর সাফ কথা, "সংবাদমাধ্যমের সঙ্গে কোনও আলোচনা আমি করব না। আমি আজ শুধু আমার দলের কর্মীদের সঙ্গে দেখা করব।"

প্রসঙ্গত, গতকাল ফলপ্রকাশের পর থেকেই নতুন মন্ত্রিসভা এবং সর্বোপরি রাজ্যের নয়া মুখ্যমন্ত্রীর নাম নিয়ে নানা আলোচনা তুঙ্গে। তবে শুভেন্দু অধিকারীর হাতেই যে নয়া দায়িত্ব যেতে চলেছে তা নিয়ে সরগরম রাজ্য রাজনীতি। যদিও বিজেপির তরফে এখনও সরকারিভাবে কোনও ঘোষণা করা হয়নি। ওদিকে বিজেপির এই মুহূর্তে সবথেকে গুরুত্বের কাজ- এতদিন ধরে যারা বিজেপির রাজনীতির সঙ্গে যুক্ত আছেন, তাঁদেরকে যথাযোগ্য স্থান দেওয়া। তা নিয়ে কোনওরকম ফাঁকফোকর রাখতে নারাজ পদ্ম শিবির। মন্ত্রিসভা-সহ সব বিষয়েই আজ ও আগামিকাল বুধবার বৈঠকের সম্ভাবনা রয়েছে দিল্লিতে। ত্রুটিহীন প্রক্রিয়াই মূল লক্ষ্য। তাই দফায় দফায় বৈঠকে শীর্ষ নেতারা। আজ দিল্লি ফিরছেন সুনীল বনসল। আজ কেন্দ্রীয় মন্ত্রিসভার বৈঠক রয়েছে। ওদিকে সুনীল বনসলের দিল্লি ফেরার পরই কেন্দ্রীয় নেতৃত্বের সঙ্গে শুরু হবে দফায় দফায় বৈঠক। সেখানে সম্ভাব্য মুখ্যমন্ত্রীর নামের তালিকা তৈরি হবে। তারপর প্রধানমন্ত্রীর নেতৃত্বে হবে পার্লামেন্টারি বোর্ডের বৈঠক। আগামী এক থেকে দু দিনের মধ্যে বাংলার মুখ্যমন্ত্রীর নাম চূড়ান্তকরণের সেই প্রক্রিয়া শেষ হবে।

(২ পাতার পর)

আমি ভোটে হারিনি, পদত্যাগ কেন করব?' সাংবাদিক বৈঠকে বললেন মমতা

ছিলেন অভিষেক ব্যানার্জি, ফিরহাদ হাকিম, ডেরেক ও'ব্রায়েন, চন্দ্রিমা ভট্টাচার্য, কল্যাণ ব্যানার্জিরা।

ভবানীপুরে এবার হেরে গিয়েছেন ঘরের মেয়ে। জিতেছেন বিজেপির শুভেন্দু অধিকারী। তারপর থেকেই জল্পনা এবার কী পদক্ষেপ নেবেন মমতা।

তিনি লোকসভা ভোটে লড়বেন? নাকি বিজেপির বিরুদ্ধে বিরোধিতা আরও বাড়াবেন। সেদিকেই ছিল নজর। সাংবাদিক বৈঠকের শুরুতেই মমতা জানান, 'একশো আসন জোর করে লুঠ করা হয়েছে। এসআইআর করে ভোটারদের নাম কাটা হয়েছে। এরকম কোনও ভোটে দেখিনি। আমি ভোটে হারিনি। কেন পদত্যাগ করব। আমরা হারিনি, তাই রাজভবন কেন যাব?'

মমতার অভিযোগ, 'সব পরিকল্পনা করে করা হয়েছে। ভোটের আগে আধিকারিকদের বদল করা হয়েছে। ভোটের দিন দুয়েক আগেই আমাদের একাধিক কর্মীকে গ্রেপ্তার করা হয়েছে।'

ভবিষ্যৎ পরিকল্পনাও জানিয়ে দেন মমতা। বলেন, 'ইন্ডিয়া জোটকে আরও শক্তিশালী করাই হবে লক্ষ্য। এখন আমি মুক্ত পাখি। মানুষের সেবায় কাজ করব। রাস্তায় ছিলাম। রাস্তায় থাকব।' মমতা আরও অভিযোগ করেন, 'উত্তর থেকে দক্ষিণে পুলিশ সক্রিয় ভূমিকাতেই ছিল না। ছিল বিজেপি গুন্ডাদের দাপট। তৃণমূল কর্মীদের উপর ক্রমাগত অত্যাচার করা হয়েছে।' হারের জন্য নির্বাচন কমিশনকেও দায়ী করেছেন মমতা। মমতা জানান, 'বিরোধী ঐক্য শক্তিশালী করতে বুধবার অখিলেশ আসছে। একে একে সবাই আসবে। সোনিয়াজি, রাহুলের সঙ্গে কথা হয়েছে।' মমতার আরও প্রশ্ন, 'এটা সিআরপিএফ না বিজেপির গুন্ডা বাহিনী। আমরা সিপিএমের কোনও পার্টি অফিস দখল করিনি। তিনদিন করে বিজেপির কেন্দ্রীয় বাহিনী হামলা চালাচ্ছে। এবারের ভোটের সন্ত্রাস সমস্তকিছুকে ছাপিয়ে গেছে।'

মমতার আরও অভিযোগ জানান, 'কাউন্টিং থেকে আমাকে মারতে মারতে বের করা হয়েছে। যেভাবে আমার উপর অত্যাচার হয়েছে, একজন মহিলা হিসেবে, একজন মানুষ হিসেবে আমি ধারণা করতে পারি। প্রথমে আমার গাড়ি থামানো হয়, পরে বুথে ঢুকতে বাধা দেওয়া হয়।' শারীরিক হেনস্থার অভিযোগ তুলে মমতা বলেন, 'পেটে লাথি, পিঠে ধাক্কা মারা হয়েছে। হিস্ট্রি উইল রিপিট। উই উইল বাউন্স ব্যাক।'

ভোট পরবর্তী হিংসার রক্তে লাল নানুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ভোট পরবর্তী হিংসায় 'খুন' হলেন এক তৃণমূল কর্মী। রক্তে আরও লাল হল বীরভূমের লালমাটি। মৃতের নাম আবির শেখ। অভিযোগ, বিজেপি কর্মী-সমর্থকরা তাঁকে রাস্তায় একা পেয়ে ধারালো অস্ত্র দিয়ে কুপিয়ে খুন করেছে। ঘটনায় আতঙ্ক ছড়িয়েছে এলাকায়। পুলিশ ঘটনার তদন্ত শুরু করেছে। এই ঘটনা নিয়ে শুরু হয়েছে রাজনৈতিক চাপানউতোর।পরে স্থানীয়রা তাঁদের উদ্ধার করে স্থানীয় হাসপাতালে নিয়ে যায়। সেখানেই চিকিৎসকরা আবির শেখকে মৃত বলে ঘোষণা করেন। আলি হোসেনের শারীরিক অবস্থা আশঙ্কাজনক। ঘটনার খবর পেয়েই স্থানীয় তৃণমূল কর্মীদের মধ্যে আতঙ্ক ছড়ায়। খবর পেয়ে নানুর থানা থেকে বিশাল পুলিশ বাহিনী ঘটনাস্থলে যায়। বোলপুরের এসডিপিও রিকি আগরওয়াল এলাকায় গিয়েছিলেন। পুলিশ তদন্ত শুরু করেছে। তৃণমূলের নবনিযুক্ত নানুরের বিধায়ক বিধানচন্দ্র মাঝি বলেন, "বিজেপি জয়লাভ করবার পর থেকে নানুর জুড়েই তৃণমূল কর্মীদের উপর আক্রমণ, ঘর ভাংচুর শুরু হয়েছে। কেউ বাড়ি ছেড়ে আত্মীয়র বাড়িতে রয়েছেন। শুধু ভাঙচুর নয়, বাড়িঘর আগুনে ধরিয়ে দেওয়া হচ্ছে। তৃণমূল কর্মীর মৃত্যু দেখতে হচ্ছে শান্ত নানুরে।" বিজেপির নানুরের বিধানসভার পরাজিত প্রার্থী খোকন দাস বলেন, "আমি বাইরে আছি। শুনেছি পারিবারিক হিংসা থেকে একজন খুন হয়েছে। এর সঙ্গে বিজেপির কোনও যোগ নেই। মিথ্যা অভিযোগ আনছে তৃণমূল।"বাংলায় বড় জয় পেয়েছে বিজেপি। ২০৭টি আসনে জয় পেয়ে বাংলায় সরকার গড়বে গেরুয়া শিবির। দিকে দিকে বিজেপি কর্মী-সমর্থকদের উচ্ছ্বাস

এরপর ৪ পাতায়

সম্পাদকীয়

মমতা পদত্যাগ না করলে কি রাজ্যে সাংবিধানিক সঙ্কট?

হারার পর রাজভবনে গিয়ে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। যদিও, প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় এ দিন জানিয়ে দিয়েছেন, তিনি রাজভবনে গিয়ে পদত্যাগ করবেন। মমতার দাবি, জোর করে তৃণমূলকে হারিয়েছে নির্বাচন কমিশন। তাই তিনি পদত্যাগ করবেন না।প্রাক্তন প্রধান বিচারপতি দেবাশিস কর গুপ্ত আরও বলেন, 'সরকারি ভাবে পদত্যাগপত্র না এলে রাজ্যপাল মন্ত্রিসভা ভেঙে দিয়ে নতুন মন্ত্রিসভার শপথ গ্রহণের ব্যবস্থা করতে পারেন। পাশাপাশি দু তিন দিনের জন্য বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকেই সরকার চালানোর দায়িত্ব দিতে পারেন রাজ্যপাল। নাহলে তিনি প্রশাসনকে নিজের হাতে রাখতে পারেন। ফলে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ না করলে এ ক্ষেত্রে সঙ্কটের প্রশ্ন নেই।'আমরা তো হারিনি। জোর করে দখল করে কেউ যদি ভাবে আমাকে গিয়ে পদত্যাগ করতে হবে। সেটা হবে না। আমরাই জিতেছি, আমরা হারিনি"। অর্থাৎ মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় স্পষ্ট জানিয়ে দিলেন তিনি নিজে থেকে রাজভবনে (অধুনা লোকভবন) গিয়ে পদত্যাগ করবেন না মমতা।

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায় যদি সত্যিই রীতি মেনে পদত্যাগ না করেন তাহলে কি নতুন সরকারের শপথগ্রহণে বাধা সৃষ্টি হতে পারে? রাজ্যে সাংবিধানিক সঙ্কটেরও কি কোনও আশঙ্কা রয়েছে?

যদিও সেরকম কোনও সম্ভাবনা নেই বলেই দাবি করেছেন অবসরপ্রাপ্ত প্রধান বিচারপতি দেবাশিস করগুপ্ত। তিনি বলেন, 'সংবিধানের ১৬৪ নম্বর ধারা অনুযায়ী রাজ্যপাল যতদিন চাইবেন, মুখ্যমন্ত্রী এবং অন্যান্য মন্ত্রীরা ততদিনই নিজেদের পদে থাকেন। মন্ত্রিসভার সময়কাল ৫ বছর। কমিশন এই মেয়াদ শেষ হওয়ার আগেই ভোট শেষ করায়। ভোটের ফল বেরনো মাত্রই নতুন সদস্যরা জয়ী হন। সেই তালিকা কমিশন রাজ্যপালকে দেয়। সরকার গঠনের দাবি জানায় সংখ্যাগরিষ্ঠ দল। ফলে আগের সরকারের মেয়াদ এমনিতেই শেষ হয়ে যায়। কিন্তু রীতি অনুযায়ী বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী পদত্যাগ করেন। রাজ্যপাল তখন বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকেই অনুরোধ করেন নতুন মন্ত্রিসভা শপথ না নেওয়া পর্যন্ত তিনি যাতে পুরনো মন্ত্রিসভার সদস্যদের নিয়েই কয়েক দিন সরকার চালান। সেই কারণেই বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রীকে পুনর্নিয়োগ করেন।'

বাংলার সাধক বামাক্ষ্যাপা

মৃত্যুঞ্জয় সরদার

(একুশতম পর্ব)

সমগ্র বাধাবিঘ্ন পরিত্যাগ করতে পারে, এখানেও তাই। ঈশ্বর ভক্তের আকুতি নেন, ভালোবাসা নেন, আর কিছু নাই । তাই বাংলায় বলা হয় ভাবগ্রাহী জনার্দন, আর সেই খোঁজে মায়ের সাথে তার সক্ষতা । তারপর ধীরে ধীরে সাধনার গ্রুহ্য তত্ত্ব তিনি জানতে পারেন । একবার রাগ করে কাশীর মা অন্নপূর্ণার কাছে চলে যান । কিন্তু দীর্ঘ দুদিন না খেয়ে আবার ফিরে আসেন । তবে শোনা যায় , মা অন্নপূর্ণা তাঁকে নিজে হাতে খাবার খাইয়েছিলেন । পরে আবশ্য তিনি তাঁরও দেখা পান। মায়ের আদেশে তিনি ব্রহ্মাণ্ড

ক্রমশঃ

(লেখকের অভিমতের জন্য লেখক দায়বদ্ধ)

(৩ পাতার পর)

ভোট পরবর্তী হিংসার রক্তে লাল নানুর

ধরা পড়ছে। বীরভূম জেলায় ১১ আসনের মধ্যে ৬টিতে বিজেপি ও ৫টিতে তৃণমূল জয়ী হয়েছে। তৃণমূলের গড়, অনুব্রত মণ্ডলের খাসতালুকে এর আগে বিজেপি সেভাবে ছাপ ফেলতে পারেনি। এবার গোটা রাজ্যের সঙ্গে বীরভূমেও গেরুয়া শিবিরে ঝড় তুলেছে। জেলার বিভিন্ন জায়গায় রাজনৈতিক অশান্তির অভিযোগও সামনে এসেছে। এবার তৃণমূল কংগ্রেস কর্মী খুনের অভিযোগ সামনে এল।

জানা গিয়েছে, বছর ৪৫ বয়সের আবির শেখ নানুর এলাকার বাসিন্দা, তৃণমূলের অঞ্চল কমিটির সদস্য ছিলেন। আবির সন্তোষপুরে পিসিরবাড়ি গিয়েছিলেন। এদিন তিনি বাড়ি ফিরছিলেন। অন্যদিকে তাঁর আত্মীয় আলি হোসেন মাঠে ধান তুলতে গিয়েছিলেন। রাস্তায় দু'জনের সাক্ষাৎ হওয়ায় একসঙ্গেই যাচ্ছিলেন। অভিযোগ। সেসময় বিজেপিআশ্রিত দুষ্কৃতীরা তাঁদের উপর হামলা চালায়। রাস্তার মধ্যেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের কোপানো হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আবির শেখকে। গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তাতেই পড়ে থাকেন ওই আত্মীয়। তিনিও তৃণমূল কর্মী বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

রাস্তার মধ্যেই ধারালো অস্ত্র দিয়ে তাঁদের কোপানো হয়। ঘটনাস্থলেই মৃত্যু হয় আবির শেখকে। গুরুতর জখম অবস্থায় রাস্তাতেই পড়ে থাকেন ওই আত্মীয়। তিনিও তৃণমূল কর্মী বলে প্রাথমিকভাবে জানা গিয়েছে।

বাংলা হচ্ছে মাতৃ শক্তি উপাসনার সেরা ভূমি

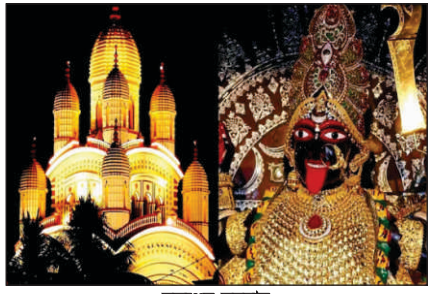

-: মৃত্যুঞ্জয় সরদার :-

কিন্তু এই শেষ দুটি উপাদান হরপ্পা সভ্যতায় সেভাবে থাকার স্বপক্ষে কোনও ইঙ্গিত নেই।

• সতর্কীকরণ •

এই পত্রিকায় প্রকাশিত সমস্ত বিজ্ঞাপনের দায় বিজ্ঞাপনদাতার পাঠকদের যথাযথ অনুসন্ধানের পর আস্থা স্থাপনের অনুরোধ জানাই। বিজ্ঞাপনদাতার ওপর বিশ্বাস রেখে বিজ্ঞাপন ছাপানো হয়। এই ব্যাপারে পত্রিকা কোনো রকম দায়িত্ব নেবে না।

তৃণমূল সরতেই অভিষেকের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

দল ক্ষমতায় থাকালীন ১২ বছর আগে তিনি সংসদীয় রাজনীতিতে প্রবেশ করেছিলেন। ১২ বছর পরে তিনি সরাসরি বিরোধী পরিসরে। প্রথম বার। তৃণমূল ক্ষমতা থেকে চলে গেল। তিনি কী করবেন?

মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের দল পশ্চিমবঙ্গের ক্ষমতা থেকে সরতেই জল্পনা শুরু হয়েছে অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের রাজনৈতিক ভবিষ্যৎ নিয়ে। তিনি কি বিরোধী পরিসরে রাজনীতি চালিয়ে যাবেন? নাকি ভিন্ন কোনও পথে হাঁটবেন? জল্পনা এই কারণেই যে, অভিষেকের রাজনীতিতে আসা, নেতা হয়ে ওঠা, সবই তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে। ২০১১ সাল পরবর্তী সময়ে।গত কয়েক বছর ধরে ধারাবাহিক ভাবে নতুন তৃণমূলের কথা বলছিলেন অভিষেক। বিধানসভার প্রার্থিতালিকায় তার ছাপও দেখা গিয়েছিল। কিন্তু অভিষেকের নতুন তৃণমূলের তত্ত্ব ১৫ বছরের স্থিতাবস্থা-বিরোধিতার ঢেউকে সামলাতে পারল না। ভেঙে পড়ল তৃণমূলের ক্ষমতার সৌধ। দেড় দশক পরে পশ্চিমবঙ্গ আরও একটা পরিবর্তন দেখল। বহুদিনের ইপ্সিত লক্ষ্যে পৌঁছোল বিজেপি। অভিষেক ডিজে বাজানোর কথা বলেছিলেন। কিন্তু সোমবার দুপুরের পর থেকে তৃণমূলের রিংটোনে বেহালার করুণ সুর।আপাতত মঙ্গলবার বিকাল ৪টেয় মমতার সঙ্গে যৌথ সাংবাদিক বৈঠকে হাজির হবেন অভিষেক। সেখানে দলের ভবিষ্যৎ কর্মপন্থা সম্পর্কে একটা দিশা তাঁরা দেওয়ার চেষ্টা করবেন বলেই মনে করছে তৃণমূলের অন্দরমহল। সে দিশা কোন পথে চলবে, তা নিয়ে দলের অভ্যন্তরে জল্পনা এবং আলোচনা শুরু হয়েছে।

তৃণমূলে অভিষেকের ক্ষমতা যত বেড়েছে, ততই পাল্লা দিয়ে বেড়েছে তাঁর উপাধি। কখনও তাঁকে অভিহিত করা হয়েছে 'যুবরাজ' বলে, কখনও বলা হয়েছে 'সেনাপতি'। তাঁর জন্মদিনে তৃণমূল

কর্মীদের একটি গোষ্ঠীর যে সংগঠিত উদ্‌যাপন দেখা যেত, তা যে কোনও বলিউড তারকার চেয়ে কম নয়। তাঁর কনভয় গেলে স্তব্ধ হয়ে যেত রাজপথ। কিন্তু ক্ষমতার পলেস্তরা খসে পড়ার পরে অভিষেকের কী হবে, তিনি রাজনীতিতে কী ভাবে সক্রিয় থাকবেন, তা নিয়ে আলোচনা শুরু হয়ে গিয়েছে। হারের পরে সোমবার বিকালে প্রকাশ্যে এসেছিলেন অভিষেক। আলিপুর সার্ভে বিল্ডিং চত্বরে তিনি বলেন, ''পশ্চিমবঙ্গের মানুষ বিজেপির সংস্কৃতি দেখছেন!'' দৃশ্যতই বিধ্বস্ত অভিষেক গাড়িতে উঠে তার পরে যান সাখাওয়াত মেমোরিয়াল স্কুলে। সেখানে ভবানীপুরের গণনা চলছিল। কিন্তু অভিষেককে সেখান থেকে সরিয়ে দেওয়ার নির্দেশ দেয় নির্বাচন কমিশন। পরে হেস্টিংসের গণনাকেন্দ্রেও একই ঘটনার পুনরাবৃত্তি হয়।

দলের অন্দরে কিছু সংস্কারের চেষ্টা করেছিলেন অভিষেক। বিধানসভা ভোটের প্রার্থিতালিকাতেও তার ছাপ ছিল। কিন্তু সেই সংস্কার যে অনেক দেরিতে শুরু হয়েছিল, তা বোঝা গেল নির্বাচনের ফলাফল প্রকাশের পরে। অভিষেক বরাবরই তৃণমূলের পুরনো সংস্কৃতির বিপরীতে হেঁটেছেন। 'নতুন' তৃণমূলের কথা তাঁর কাছে শোনা গিয়েছে। দল চালানোর পদ্ধতি নিয়ে কখনও সখনও নেত্রী মমতার সঙ্গে তাঁর মতপার্থক্যও হয়েছে। তবে সে মতানৈক্য আবার মিটে গিয়েছে সঙ্কটকালে।

তৃণমূলে ক্ষমতার ব্যাটন যে মমতা তাঁর পরে অভিষেকের হাতেই তুলে দিয়েছেন, দলের অন্দরে তা নিয়ে কোনও সন্দেহ ছিল না। অভিষেককে দলের মূলস্রোতে নিয়ে আসার প্রক্রিয়াও শুরু করেছিলেন মমতাই।

২০১১ সালে তৃণমূল ক্ষমতায় আসার পরে অভিষেককে দলে অন্তর্ভুক্ত করার পর্বে তৃণমূলে নতুন যুব সংগঠন তৈরি হয়েছিল। যুব তৃণমূল ছিলই। সমান্তরাল সংগঠন হিসাবে মাথা তুলেছিল 'যুবা'। যার মাথায় বসানো হয়েছিল অভিষেককে। সেই সময়ে যুব তৃণমূলের সভাপতি পদে ছিলেন শুভেন্দু অধিকারী। পরবর্তী সময়ে সৌমিত্র খাঁয়ের হাত থেকে যুব তৃণমূলের সভাপতি পদ যায় অভিষেকের হাতে। তার পরে কর্পূরের মতো উবে গিয়েছিল 'যুবা'। এর মধ্যেই ২০১৪ সালে ডায়মন্ড হারবারের সাংসদ হন অভিষেক। তার পর থেকে সমান্তরাল ভাবে তৃণমূলের ক্ষমতা এবং তৃণমূলের অন্দরে অভিষেকের ক্ষমতা বেড়েছে।

শুভেন্দুর মতো তৃণমূল ছেড়ে গিয়ে অন্য শিবিরে প্রতিষ্ঠা পাওয়া অনেকেই নানা সময়ে অভিষেকের ক্ষমতাবান হয়ে ওঠা নিয়ে প্রশ্ন তুলেছেন। তাঁদের অভিযোগ ছিল, রাজনীতি করে অভিষেকের উত্থান হয়নি। পারিবারিক সূত্রে মমতার ভাইপো হওয়ার কারণে তিনি ক্ষমতার ইমারতের উপর প্যারাস্যুটে করে এসে নেমেছিলেন। যদিও সে কথার জবাব দিতে গিয়ে মমতা একাধিক বার বলেছেন, ''অভিষেক অনেক ছোট থেকে রাজনীতি করে। ওর যখন দু'বছর বয়স, তখন একা একা বাড়িতে মিছিল করত আর স্লোগান দিত— দিদিকে মারলে কেন? সিপিএম জবাব দাও!''

২০২১ সালের বিধানসভা নির্বাচনের পরে অভিষেকের ক্ষমতা ক্রমে বেড়েছিল তৃণমূলের অন্দরে। শুধু আনুষ্ঠানিক ভাবে দলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক পদ পাওয়া নয়, সংগঠনের নিয়ন্ত্রণও চলে গিয়েছিল তাঁর হাতে। তৃণমূলে ক্ষমতার ভরকেন্দ্রে কালীঘাটের পাশাপাশি সমান্তরাল ভাবে মাথা তুলেছিল ক্যামাক স্ট্রিট। এখন তিনি লোকসভায় তৃণমূলের দলনেতা। গত পাঁচ বছরে একাধিক বার বিভিন্ন সাংগঠনিক বিষয় নিয়ে মমতার সঙ্গে তাঁর মতানৈক্য তৈরি হয়েছে। কখনও কখনও তা সংঘাতেও পর্যবসিত হয়েছিল। ২০২৪ সালের লোকসভা নির্বাচনের আগে তাঁর নিজেকে গুটিয়ে রাখা এবং ভোট মিটতেই 'ছুটি'তে চলে যাওয়া তৃণমূলের অন্দরে নানা জল্পনার জন্ম দিয়েছিল। তবে বিধানসভা ভোটের সময় মন দিয়েই প্রচারে নেমেছিলেন অভিষেক। ভোটের প্রচার যখন মধ্যগগনে, নরেন্দ্র মোদী, অমিত শাহেরা যখন বাংলায় ক্রমশ চাপ বাড়াচ্ছিলেন, সেই পর্ব থেকেই ভোটের পরে ডিজে বাজানোর কথা বলতে শুরু করেছিলেন অভিষেক। বলেছিলেন, ''৪ তারিখে জেতার পরে রবীন্দ্র সঙ্গীতের সঙ্গে ডিজে-ও বাজবে।'' শাহকে চ্যালেঞ্জ ছুড়ে বলেছিলেন, ''ক্ষমতা থাকলে ৪ তারিখ বেলা ১২টার পরে বাংলায় থাকবেন!''

ডায়মন্ড হারবারে ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে সাত লক্ষাধিক ভোটে জিতেছিলেন অভিষেক। তাঁর নিরাপত্তার বহর, জীবনযাপন

এরপর 6 পাতায়

এবার অভিষেকের দপ্তরের সামনে থেকে সরল বিশেষ নিরাপত্তা

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

১৫ বছর পর পালাবদল হয়েছে রাজ্যে। এবার বাংলার ভার বিজেপির হাতে তুলে দিয়েছে বাংলার মানুষ। ইতিমধ্যেই ক্ষমতা তৃণমূলের হাত থেকে হস্তান্তরের প্রক্রিয়া শুরু হয়েছে। মঙ্গলবার সকালে বিদায়ী মুখ্যমন্ত্রী মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির গলির সামনে থেকে সরানো হয়েছিল ব্যারিকেড। বিকেলে তৃণমূলের সর্বভারতীয় সাধারণ সম্পাদক অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায়ের দপ্তরের সামনে থেকে সরল বিশেষ নিরাপত্তা।উল্লেখ্য, মঙ্গলবার সকালে কালীঘাটে দেখা গিয়েছিল পরিবর্তনের হাওয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে সুরক্ষার জন্য রাখা গার্ডরেল সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষের চলাচলে আর বাধা নেই। বাইক, গাড়ি অনায়াসে যাতায়াত করছে। তবে মমতার বাড়ির ঠিক সামনে এখনও পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে। সেখানে কয়েকজন নিরাপত্তারক্ষীও রয়েছেন। তাঁরা অবশ্য এ বিষয়ে কোনও প্রতিক্রিয়া দিতে চাননি। আসলে সরকার বদলের পর বিধি মেনে প্রাক্তন মুখ্যমন্ত্রীর বাড়ির সামনে থেকে ধাপে ধাপে নিরাপত্তা প্রত্যাহার করে নেওয়া হয়। সেই নিয়ম মেনেই মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে থেকে গার্ডরেল খোলার কাজ শুরু হয়েছে। তিনি এখন ন্যূনতম নিরাপত্তা পাবেন। অর্থাৎ জনাকয়েক নিরাপত্তারক্ষী মোতায়েন থাকবেন বাড়ির সামনে।অভিষেক বন্দ্যোপাধ্যায় সক্রিয় রাজনীতিতে পা রাখার পরই ক্যামাক স্ট্রিটে খোলা হয়েছিল তৃণমূলের কার্যালয়। সেখান থেকেই চলত দলের যাবতীয় কাজ। ক্ষ্যামাকস্ট্রিটে বসেই গোটা রাজ্যে উপর নজর রাখতেন খোদ অভিষেক। স্বাভাবিকভাবেই সেই কার্যালয় চত্বর মোড়া থাকত পুলিশ-নিরাপত্তায়। কার্যত মাছিও গলার উপক্রম ছিল না। রাজ্যে পালাবদল হতেই মঙ্গলবার ক্যামাক স্ট্রিটে অভিষেকের কার্যালয়ের সামনে থেকে সরল নিরাপত্তা।

মঙ্গলবার সকালে কালীঘাটে দেখা গিয়েছিল পরিবর্তনের হাওয়া। মমতা বন্দ্যোপাধ্যায়ের বাড়ির সামনে সুরক্ষার জন্য রাখা গার্ডরেল সরিয়ে দেওয়া হয়। সেই রাস্তা দিয়ে সাধারণ মানুষের চলাচলে আর বাধা নেই। বাইক, গাড়ি অনায়াসে যাতায়াত করছে। তবে মমতার বাড়ির ঠিক সামনে এখনও পুলিশ ক্যাম্প রয়েছে।

(৫ পাতার পর)

তৃণমূল সরতেই অভিষেকের ভবিষ্যৎ নিয়ে জল্পনা

নিয়ে রাজ্য রাজনীতিতে কম আলোচনা নেই। কার্যত 'ডায়মন্ড হারবারের মুখ্যমন্ত্রী' হয়ে উঠেছিলেন অভিষেক। তৃণমূল ক্ষমতা থেকে সরতেই কৌতূহল, বিজেপি তাঁর কনভয়ের বহর, নিরাপত্তাবেষ্টনী, তাঁর বাড়ির সামনে পুলিশি প্রহরার দুর্গ রাখবে কি না। না-রাখলে অভিষেকই বা কী করবেন? বিরোধী পরিসরে তিনি খাপ খাওয়াতে পারবেন? কারণ, বিরোধী পরিসরে থেকে রাজনীতি করার অভিজ্ঞতা তাঁর হয়নি।

যদিও তাঁর ঘনিষ্ঠদের বক্তব্য, অভিষেক যখন থেকে সাংসদ, তখন থেকে দিল্লির রাজনীতিতে বিজেপি-বিরোধী পরিসরেই রয়েছে তৃণমূল। গত কয়েক বছরে সর্বভারতীয় স্তরে বিজেপি-বিরোধী পরিসরে তৃণমূলের যে উচ্চতা বেড়েছে, তার নেপথ্যেও অভিষেকের ভূমিকা রয়েছে। তা ছাড়া, ২০১৯ সাল থেকে পশ্চিমবঙ্গে বিজেপি যে কায়দায় ঝাঁপিয়েছিল, তাতে 'বিরোধী' হিসাবেই শাসকের বিরুদ্ধে লড়তে হয়েছে তাঁকে। ইডি-সিবিআইয়ের জিজ্ঞাসাবাদেরও মুখোমুখি হতে হয়েছে তাঁকে এবং তাঁর স্ত্রীকে।

তবে পাল্টা যুক্তিও রয়েছে। সেই অংশের বক্তব্য, অভিষেক যা-ই করে থাকুন, সে সবের সঙ্গে জুড়ে ছিল পশ্চিমবঙ্গে তৃণমূলের ক্ষমতা, পুলিশ এবং শাসকদলের বাহিনী। এগুলোকে বাদ দিয়ে অভিষেককে রাজ্য রাজনীতি কখনও দেখেনি। তৃণমূল যখন ক্ষমতায় আসে, তখন অভিষেকের বয়স ছিল ২৪ বছর। তার আগে তাঁর ছাত্র সংগঠন বা যুব সংগঠন করার অভিজ্ঞতা ছিল না। দিল্লিতে পড়াশোনার পরে কিছু দিন একটি বেসরকারি সংস্থায় চাকরি করছিলেন। তার পর থেকে রাজনীতিতেই আছেন। ছিলেন ক্ষমতার রাজনীতিতে। সোমবার দুপুরের পর থেকে তিনি বিরোধী পরিসরে।

শুধু শুভেন্দু নন। মুকুল রায়ের মতো নেতারও তৃণমূল ছাড়ার নেপথ্যে অভিষেকের 'ভূমিকা' ছিল বলে তৃণমূলের অন্দরেই আলোচনা রয়েছে। প্রবীণ নেতাদের সঙ্গে তাঁর ব্যবহার, সম্বোধনের ভঙ্গি, পুরনোদের সরিয়ে নতুনদের তুলে আনার প্রক্রিয়া নিয়েও কম আলোচনা তৃণমূলে ছিল না। কিন্তু তৃণমূলের ক্ষমতায় থাকা তাতে অনেকটা প্রলেপ দিয়ে রেখেছিল। দেড় দশকের ক্ষমতা হারানোর পরে সে সব রাংতা খসে পড়তে শুরু করেছে। বিধানসভা নির্বাচনে হারের পর আলোচনায় উঠে আসছে প্রার্থীচয়নে অভিষেকের সংস্কারনীতিও। রাজনীতি সম্পর্কে কম বয়সের 'রোমান্টিকতা'ই তৃণমূলের জন্য কাল হল কি না, সেই প্রশ্নও তুলছেন অনেকে।

অভিষেকের হাত ধরে তৃণমূলে কর্পোরেট সংস্কৃতি শুরু হয়েছিল। গোড়ার দিকে তা নিয়ে নানা কথা থাকলেও ২০২১ সালের নির্বাচন এবং ২০২৪ সালের লোকসভা ভোটে তৃণমূলের বিপুল জয় সেই সংস্কৃতিকে প্রতিষ্ঠা দিয়েছিল। টিকে থাকতে গিয়ে অনেক প্রবীণও সেই সংস্কৃতি মানতে বাধ্য হয়েছিলেন। কিন্তু দল ক্ষমতা থেকে সরতেই দল পরিচালনায় সাংস্কৃতিক বদল নিয়ে আলোচনা শুরু হয়েছে।

সংগঠনে নিয়ন্ত্রক হয়ে ওঠার পরে জেলায় জেলায় প্রবীণদের সরিয়ে অপেক্ষাকৃত নতুনদের জায়গা করে দিয়েছিলেন অভিষেক। কোচবিহারে রবীন্দ্রনাথ ঘোষের বদলে পার্থপ্রতিম রায় বা হিঙ্গিদের নেতা হয়ে ওঠা, হাওড়ায় অরূপ রায়ের বদলে পুলক রায় বা গৌতম চৌধুরীদের উত্থান, দক্ষিণ ২৪ পরগনার রাজনীতিতে শোভন চট্টোপাধ্যায়দের 'মুছে' দিয়ে শামিম আহমেদ, জাহাঙ্গির খানদের তুলে আনা— এমন উদাহরণ অনেক।

সিনেমার খবর

কমেডি সিনেমায় জুটি হয়ে আসছেন টাইগার ও শানায়া কাপুর

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউড অভিনেতা টাইগার শ্রফ অ্যাকশন হিরো হিসেবে বেশ পরিচিত। বর্তমানে কয়েকটি বড় প্রজেক্টের কাজ নিয়ে ব্যস্ত সময় পার করছেন। এর মধ্যেই 'লাগ যা গালে' ও 'বজ্র' সিনেমার কাজ শেষ করেছেন তিনি। এবার পর্দায় আসছেন নতুন অবতারে। কমেডিনির্ভর সিনেমায় অভিষেক হতে যাচ্ছে অভিনেতার। সামনে তার হাতে রয়েছে 'জেসি' নামে একটি পিরিয়ড কমেডি। এ সিনেমায় তার বিপরীতে প্রথমবারের মতো দেখা যাবে অভিনেত্রী শানায়া কাপুরকে। সম্প্রতি তাকে দেখা গেছে 'তু ইয়া ম্যায়' থ্রিলারে।

সাধারণত বলিউডে জম্বি কমেডি ঘরানার সিনেমা খুব একটা দেখা যায় না। এর আগে ২০১৩ সালে 'গো গোয়া গন'-এর পর এ ঘরানায় তেমন কোনো বড় কাজ হয়নি। টাইগারের এই নতুন মিশন সেই খরা কাটাবে বলে আশা করা হচ্ছে। কাহিনির বিস্তারিত এখনো আড়ালে রাখা হলেও এটি যে হাস্যকৌতুক আর উত্তেজনায় ভরপুর হবে, সেই আভাস পাওয়া গেছে।

জনপ্রিয় প্রযোজক ফিরোজ নাদিয়াদওয়ালার আসন্ন একটি জম্বি কমেডি সিনেমায় চুক্তিবদ্ধ হয়েছেন টাইগার শ্রফ। সিনেমাটি পরিচালনা করবেন আহমেদ খান, যিনি এর আগে 'বাঘি' ও 'হিরোপান্তি' সিরিজে টাইগার শ্রফের সঙ্গে কাজ করেছেন। পরিচালক আহমেদ খান বর্তমানে 'ওয়েলকাম' ফ্র্যাঞ্চাইজির চতুর্থ কিস্তি 'ওয়েলকাম টু দ্য জাঙ্গল' নিয়ে ব্যস্ত আছেন। মে মাসের মাঝামাঝি সময়ে অভিনেতা অক্ষয় কুমার, সুনীল শেঠি ও পরেশ রাওয়ালসহ বিশাল এক তারকা বহর নিয়ে দুবাইয়ে গানের শুটিং করতে যাবেন তিনি। সিনেমাটি আগামী ২৬ জুন মুক্তি পাওয়ার কথা রয়েছে বলে প্রযোজনা সূত্রে জানা গেছে।

হৃতিক থেকে প্রভাস, কে হচ্ছেন পরবর্তী ডন?

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

'ডন ৩' ছবির টিজার প্রকাশ্যে আসার পর থেকেই বিতর্কের শুরু হয়েছিল। সেই সময় থেকেই লাইমলাইটে ছিলেন বলিউড অভিনেতা রণবীর সিং।

আদিত্য ধর পরিচালিত এই সিনেমার বিপুল সাফল্যের মাঝেই ফারহান আখতারের আলোচিত প্রকল্পটি থেকে সরে দাঁড়ান তিনি। বিনোদনবিষয়ক গণমাধ্যম পিঙ্কভিলার এক প্রতিবেদনে বলা হয়েছিল, সৃজনশীল মতবিরোধ এবং নির্মাণে বিলম্বের কারণে 'ধুরান্ধর' তারকা প্রকল্পটি বাতিল করে দেন।

এছাড়াও এক্সেল এন্টারটেইনমেন্ট ৪০ কোটি টাকা পর্যন্ত ক্ষতিপূরণ দাবি করলে বিষয়টি আরও জটিল হয়ে ওঠে। তবে এখন মনে হচ্ছে সবকিছু মিটমাট হয়ে গেছে। ফ্রি প্রেস জার্নালের প্রতিবেদন অনুসারে, ধুরন্ধর অভিনেতা বিবাদটি নিষ্পত্তির জন্য তার সাইনিং অ্যামাউন্ট, যা ১০ কোটি টাকা বলে জানা গেছে, তা ফেরত দিতে রাজি হয়েছেন।

চলতি বছরে 'ডন ৩'-এর ছবিটির শুটিং শুরু হওয়ার কথা ছিল। এর মধ্যে বিভিন্ন প্রতিবেদনে দাবি করা হয়েছে, নতুন ডনের খোঁজ এখনও চলছে এবং এই চরিত্রের জন্য অনেক প্রথম সারির তারকাদের বিবেচনা করা হচ্ছে। এর মধ্যে নতুন নায়কদের মধ্যে হৃতিক রোশনের নাম শোনা যাচ্ছে। যদিও তিনি এখন পর্যন্ত প্রকাশ্যে কোনো মন্তব্য করেননি।

এছাড়া জন আব্রাহাম এর নাম শোনা যাচ্ছে। অ্যাকশন ছবিতে তার শক্তিশালী রেকর্ড থাকায়, তাকে কাস্ট করা হলে 'ডন'-এর চরিত্রটি আরও তীব্র হবে বলে মনে করা হচ্ছে। এছাড়াও শাহিদ কাপুর, ভিকি কৌশল, প্রভাস এবং রানা দাগ্গুবাতি নাম শোনা যাচ্ছে।

মা আমার জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা : আলিয়া ভাট

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

বলিউডের জনপ্রিয় তারকা দম্পতি রণবীর কাপুর ও আলিয়া ভাট-এর কোলজুড়ে এসেছে কন্যা রাহা কাপুর। জন্মের পর থেকেই ছোট্ট রাহাকে ঘিরে ভক্তদের আগ্রহের শেষ নেই। অনেকেই ধারণা করেছিলেন, বড় হয়ে বাবা-মায়ের পথ অনুসরণ করে রূপালি পর্দায় নিজের জায়গা করে নেবে সে।

তবে মেয়েকে নিয়ে আলিয়া ভাট-এর ভাবনা ভিন্ন। তিনি চান না রাহা গ্ল্যামার দুনিয়ায় পা রাখুক; বরং মেয়েকে একজন ক্রীড়াবিদ হিসেবে গড়ে উঠতে দেখতে চান এই অভিনেত্রী।

সম্প্রতি এক সাক্ষাৎকারে আলিয়া জানান, অল্প বয়সেই রাহার মধ্যে একজন অ্যাথলিট হওয়ার সম্ভাবনা দেখতে পাচ্ছেন তিনি। মাত্র তিন বছর বয়সেই মেয়ের চলাফেরা ও আচরণে সেই ইঙ্গিত স্পষ্ট বলে মনে করছেন আলিয়া।

নিজের ব্যক্তিগত জীবনের প্রসঙ্গে আলিয়া আরও বলেন, তার জীবনের সবচেয়ে বড় অনুপ্রেরণা তার মা—যার কাছ থেকেই তিনি শক্তি ও প্রেরণা পান প্রতিনিয়ত।

টানা ৫ হার লখনৌয়ের, দুরন্ত কামব্যাক করলেন রোহিত!

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

কলকাতা : তিনি এতদিন মাঠেই ছিলেন না। খেলেন নি শেষ ৫ ম্যাচে। চোটের কারণে ঐচ্ছিক প্র্যাকটিস করছিলেন বেশ কিছুদিন ধরে। প্র্যাকটিস চললেও মাঠে নামেননি তিনি। তবে অবশেষে মাঠে ফিরলেন এবং প্রমান করলেন, কেন তাঁর নাম রো'সুপারহিট' শর্মা। গতকাল লখনৌ সুপারজায়ান্টসদের বিরুদ্ধে টসে জিতে ফিল্ডিংয়ের সিদ্ধান্ত নিয়েছিল মুম্বই। শুরু থেকেই আক্রমণ করা শুরু করেছিলেন লখনৌয়ের ব্যাটার মিচেল মার্শ (৪৪)। দুরন্ত ইনিংস খেললেন নিকোলাস পুরান। ২১ বলে ৬৩ রানের ইনিংস খেললেন পুরান। মাত্র ১০ বলে ১৫ রান করেই আউট হয়ে যান অধিনয়ক ঋষভ পন্থ। আইডেন মারক্রাম ২৫ বলে ৩১ ও হিম্মত সিংয়ের ৩১ বলে ৪০ রানের ইনিংসের বদান্যতায় ২০ ওভারে ২২৮ রান তোলে লখনৌ। গতকালও উইকেট পেলেন না বুমরা। ৪ ওভার বল করে ৪৫ রান দিলেন তিনি। মাত্র ২০ রান দিয়ে ২ উইকেট পেলেন কর্বিন বশ। ৪ ওভারে ৫০ রান দিয়েছেন মুম্বইয়ের গজনফর।

বিপক্ষে লখনৌ। লক্ষ্য ২২৯ রানের পাহাড়। সেই পাহাড়ের সামনে একটুও চমকে গেলেন না রোহিত। ৪৪ বলে ৮৪ রানের ইনিংস খেললেন 'হিটম্যান', যাতে ছিল ৬ চার ও ৭ ছক্কা। তাঁকে যোগ্য সঙ্গত দিলেন ওপেনার রায়ান রিকলটন। ৩২ বলে ৮৩ রানের ইনিংস এল রায়ানের ব্যাট থেকে। তাঁদের দাপটেই একপ্রকার জয় নিশ্চিত হয়ে গিয়েছিল মুম্বইয়ের। ১১ ওভারের মাথায় প্রথম উইকেট পড়ল মুম্বইয়ের। স্কোরবোর্ডে তখন ১৪৩ রান। গতকাল ক্যাপ্টেন ছিলেন সূর্যকুমার যাদব। তাঁর ব্যাট কালকেও ব্যর্থ (১২)। এই আইপিএলে যেন একদমই চলছে না সূর্যের ব্যাট। ৮ বল বাকি থাকতেই ৬ উইকেটে জয় পেল মুম্বই।

জিতলেও চাপ রইল মুম্বই শিবিরে। গতকাল ৩টে নো বল করলেন বুমরা। পিঠের চোটের কারণে খেললেন না হার্দিক। এই মুহূর্তে ১০ ম্যাচে ৩ জয় ও ৭ হার নিয়ে পয়েন্টস টেবিলের ৯ নম্বরে মুম্বই ইন্ডিয়ান্স। উল্টোদিকে টানা ৫ ম্যাচ হেরে প্লে-অফের দৌড় থেকে ইতিমধ্যেই ছিটকে গিয়েছে লখনৌ। ৯ ম্যাচ খেলে ২ জয় পেয়েছে লখনৌ। মুম্বইকে শেষ চারে যেতে হলে যেমন আগামী ৪ ম্যাচেই জিততে হবে বড় ব্যবধানে, তেমনই বাকি দলের পয়েন্ট নষ্টের আশা করতে হবে মুম্বইকে। নাহলে, এই আইপিএল যাত্রা এবারের মতোই শেষ পল্টনদের।

আন্তর্জাতিক ক্রিকেট থেকে অবসরের ঘোষণা দিয়ে রাখলেন বেটস

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

আগামী টি-টোয়েন্টি বিশ্বকাপ খেলে অবসরে যাওয়ার ঘোষণা দিয়েছেন সুজি বেটস। নিজের অবসরের এই সিদ্ধান্ত ইতোমধ্যে ক্রিকেট নিউজিল্যান্ডকে জানিয়ে দিয়েছে অভিজ্ঞ এই ক্রিকেটার। অর্থাৎ, আসন্ন বিশ্বকাপ দিয়েই ব্যাট-প্যাড তুলে রাখতে যাচ্ছেন কিউদের নারী ক্রিকেট ইতিহাসের অন্যতম সেরা এই তারকা।

২০০৬ সালে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক হয় বেটসের। তিন ফরম্যাট মিলিয়ে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১০ হাজার ৬৮১ রান সংগ্রহ করেছেন তিনি। নিউজিল্যান্ডের হয়ে ১৮১টি ওয়ানডে ম্যাচ এবং ১৮১টি টি-টোয়েন্টি ম্যাচ খেলেছেন। আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে ১৪টি সেঞ্চুরি রয়েছে তার।

অবসরের সিদ্ধান্ত নিয়ে বেটস বলেন, গত ২০ বছরের বেশি সময় ধরে খেলছি। পেছন ফিরে তাকালে বিশ্বাসই হয় না, সময় কত দ্রুত চলে যায়। এত বার 'ফার্ন' জার্সি পরার সুযোগ পাওয়ায় আমি গর্বিত। এই দলের জন্য প্রতিদিন ভালো ক্রিকেটার, মানুষ, সতীর্থ হয়ে ওঠার চেষ্টা করেছি। এই চেষ্টা আমাকে সব সময় আনন্দ দিয়েছে।

নারী আন্তর্জাতিক টি-টোয়েন্টিতে সবচেয়ে বেশি ৪ হাজার ৭১৭ রান করেছেন বেটস। ওয়ানডে ক্রিকেটে তার সংগ্রহ ৫ হাজার ৯৬৪ রান। প্রথম নারী ক্রিকেটার হিসেবে ৩৫০টি আন্তর্জাতিক ম্যাচ খেলেছেন। একমাত্র নারী ক্রিকেটার হিসেবে ক্রিকেটজীবনে সব মিলিয়ে ২৫ হাজারের বেশি রান করার কৃতিত্বও তার দখলে। ২০১১ থেকে প্রায় সাত বছর নিউজিল্যান্ডের অধিনায়ক ছিলেন।

২০০৩ সালে ১৫ বছর বয়সে ঘরোয়া প্রথম শ্রেণির ক্রিকেটে অভিষেক হয় বেটসের। ১৮ বছর বয়সে আন্তর্জাতিক ক্রিকেটে অভিষেক। ক্রিকেট ছাড়াও বেটস দক্ষ বাস্কেটবল খেলোয়াড়। ২০০৮ সালের বেইজিং অলিম্পিকে নিউজিল্যান্ডের প্রতিনিধিত্ব করেছিলেন।

চোটে মৌসুম শেষ এস্তেভাওয়ের, শঙ্কায় বিশ্বকাপ

স্টাফ রিপোর্টার, রোজদিন

ইংলিশ প্রিমিয়ার লিগের চলতি মৌসুমে আর মাঠে নামতে পারছেন না এস্তেভাও। ফলে এই ব্রাজিলিয়ান উইঙ্গারের বিশ্বকাপে খেলাও শঙ্কার মুখে পড়েছে।

এই তথ্য দেন চেলসির অন্তর্বর্তীকালীন কোচ ক্যালাম ম্যাকফারলেন।

ম্যানচেস্টার ইউনাইটেডের বিপক্ষে গত সপ্তাহের ১-০ গোলের হারের ম্যাচে হ্যামস্ট্রিংয়ে চোটে পড়েন ১৯ বছর বয়সী উইঙ্গার। আগামীকাল রবিবার লিডসের বিপক্ষে চেলসির এফএ কাপ সেমিফাইনালে তাকে নিয়ে দুঃসংবাদ দেন ম্যাকফারলেন।

চলতি সপ্তাহে লিয়াম রোজেনিয়র বরখাস্ত হওয়ার পর স্ট্যামফোর্ড ব্রিজের দায়িত্ব পাওয়া এই কোচ বলেন, দুর্ভাগ্যজনকভাবে এস্তেভাও এই মৌসুমে আমাদের হয়ে আর খেলবে না। বেশ কিছু সময়ের জন্য সে মাঠের বাইরে যাচ্ছে।

বিশ্বকাপের জন্য এস্তেভাওকে ফিট পাওয়া যাবে কিনা? এ প্রশ্নে ম্যাকফারলেন বলেন, সত্যি কথা বলতে গেলে, আমি এই ব্যাপারে নিশ্চিত নই। আমি শুধু জানি যে সে আর আমাদের হয়ে খেলবে না। সুতরাং আমি নিশ্চিত সে বিশ্বকাপে খেলার ব্যাপারে খুব আশাবাদী থাকবে, কিন্তু আমি এই ব্যাপারে জানি না।

আগামী ১৪ জুন নিজেদের প্রথম বিশ্বকাপ ম্যাচে মরক্কোর বিপক্ষে খেলবে ব্রাজিল। ২০ জুন তাদের ম্যাচ হাইতির সঙ্গে। পাঁচ দিন পর গ্রুপের শেষ ম্যাচ তারা মুখোমুখি হবে স্কটল্যান্ডের বিপক্ষে।

● স্বত্বাধিকারী, প্রকাশক এবং মুদ্রক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার কর্তৃক প্রকাশিত এবং ১৬বি, নবীন কুন্ডু লেন, কলেজ রো, কলেজ স্ট্রীট, কলকাতা-৭০০০০৯ এবং ১৯ডি, জামির লেন, কলকাতা-৭০০০১৯ থেকে ডিজিটাল মুদ্রিত ● সম্পাদক : মৃত্যুঞ্জয় সরদার, ফোন : ৯৫৬৪৩৮২০৩১
● Printed, Published and Owned by MRITYUNJOY SARDAR ● Printed by Queen Press - Hedia, P.O. : Uttar Moukhali, P.S. : Jibantala, Dist. : South 24 Parganas, Pin : 743329
and Published at 16 B, Nabin Kundu Lane, College Row, College Street, Kolkata -700009 & 19D, Jamir Lane, Kolkata -700 019 ● Phone : 9564382031 Email : durodristhi@gmail.com Editor : MRITYUNJOY SARDAR